পণপ্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি
(Dowry as a Social Problem)

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মুরাদপুর গ্রামের উপর
একটি সমাজতাত্ত্বিক ক্ষেত্র সমীক্ষা।

নাম- প্রীতি মিত্র

বিভাগ- সমাজতত্ত্ব বিভাগ

ষষ্ঠ সেমিস্টার

বিষয়- সমাজতত্ত্ব

পেপার কোড- DSE 4-T

হলদিয়া সরকারী মহাবিদ্যালয়

(বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়)

ক্রমিক সংখ্যা-১১১৬১১৬ -২০০২২৭

রেজিস্ট্রেশান নং- ১১৬০১১৯ বর্ষ- ২০২০-২০২১

ঘোষণাপত্র :

আমি এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে পণপ্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি। পূর্বমেদিনীপুর জেলায় মুরাদপুর গ্রামের উপর একটি ক্ষেত্র সমীক্ষা শীর্ষক যে অনুসন্ধানমূলক কাজটি উপস্থাপন করেছি, যা সমাজতত্ত্বের স্নাতক ডিগ্রি লাভ করার একটি আংশিক প্রয়োজনীয়তা সিদ্ধ করে। এই গবেষণামূলক পণপ্রথাটির কাজ আমি ড: হাসিবুল রহমান -এর অধীনে সম্পূর্ণ করেছি, সাথে আমি আর ঘোষণা করিতেছি যে এই অসম্পূর্ণ কাজটি সম্পূর্ণ মৌলিক এবং এই কাজটি আমি আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে অতীতের কখনো উপস্থাপন করিনি এবং ভবিষ্যতে করব না।

অধ্যক্ষের স্বাক্ষর

Priti Mitra

শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর

—: কৃতজ্ঞতা স্বীকার :—

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের স্নাতক ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে প্রয়োজন অনুসারে উপস্থাপিত এই ক্ষেত্রসমীক্ষার পরে এই ক্ষুদ্র গবেষণামূলক প্রকল্পটি রচনার ক্ষেত্রে আমি যাদের কাছ থেকে আন্তরিক উৎসাহ সহযোগিতা নির্দেশনা লাভ করেছি তাদের জানাই আমার কৃতজ্ঞতা।

আমি সর্বপ্রথম কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের তত্ত্বাবধায়ক তথা হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয়ের বিভাগীয় প্রধান ড: হাসিবুল রহমান মহাশয় কে যার নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে আমরা অনুসন্ধান মূলক কাজটি সম্পন্ন করেছি সেই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাই সমাজতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষক ড: অনন্যা চ্যাটার্জী ও গৌতম রায় মহাশয়কে। সমীক্ষা ও গবেষণার কাজে যাদের কাছ থেকে বিশেষ সহযোগিতা পেয়েছি। আমি ধন্যবাদ জানাই মুরাদপুর গ্রামের প্রত্যেকটি মানুষ জনকে ও স্বপন বাবুকে যাদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ছাড়া আমরা এই গবেষণামূলক কাজটি করতে সে সচেষ্ট হতে পারতাম না।

এছাড়াও মুরাদপুর গ্রামের প্রত্যেক জনসাধারণ যারা আমাদের উত্তর দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাদের সিমাত পদে আমরা শ্রদ্ধা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই ধন্যবাদ জানাই সেইসব প্রশ্ন চয়িতাদের যাদের প্রশ্ন এই পুস্তক নির্ভর করে আমরা গবেষণাটি করতে আর বিশ্লেষণ করতে উদ্যোগ হয়েছি এবং ধন্যবাদ জানাই আমার সকল সহপাঠিকা পাঠিকা বন্ধুদের যারা আমার সঙ্গে থেকে আমাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছে। পরিশেষে বলা হয় আমার এই গবেষণাটি সর্বপ্রকারে সুন্দর করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি।

ইতি

প্রীতি মিত্র
ষষ্ঠ সেমিস্টার
সমাজতত্ত্ব বিভাগ
হলদিয়া সরকারী মহাবিদ্যালয়
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

তারিখ : 9.8.2023
স্থান : হলদিয়া

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to Certify that Priti Mitra, Semester 6. Roll- 1116116 NO 200227 has done intensive field works at Muradpur Village of chandipur Block under my Supervision.

=: পণপ্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি :=

Dowry as a Social Problem

পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় চণ্ডীপুর ব্লকের অন্তর্গত মুরাদপুর গ্রামের উপর একটি সমাজতাত্ত্বিক ক্ষেত্রসমীক্ষা।

নাম : প্রীতি মিত্র (Priti Mitra)

বিভাগ : সমাজতত্ত্ব (Sociology)

হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয়
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

ক্রমিক নম্বর : 1116116 - 200227

রেজিস্ট্রেশন নম্বর : 1160119 of 2020-2021

সূচিপত্র

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ঘোষণা পত্র

অধ্যায় নং	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা নং
প্রথম অধ্যায়	ভূমিকা	1-11
	সামাজিক সমস্যা, প্রকারভেদ	
	পণপ্রথার সংজ্ঞা	
	পণপ্রথার ইতিহাস	
	পণপ্রথার বৈশিষ্ট্য, বিষয় নির্বাচন	
	পুস্তক পর্যালোচনা	
	গবেষণার উদ্দেশ্য	
	গবেষণা লব্ধ পদ্ধতি	
	অসুবিধা	
দ্বিতীয় অধ্যায়	প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ	12-23
তৃতীয় অধ্যায়	জীবনবৃত্তি	24-31
চতুর্থ অধ্যায়	সারাংশ ও উপসংহার	32-34
	পরিশিষ্ট	
	সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি	35

— : প্রথম অধ্যায় : —

ভূমিকা

সামাজিক সমস্যা কম-বেশি সকল সমাজেই আছে। ব্যক্তি জীবনে এবং পারিবারিক জীবনে মানুষের যেমন বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয় তেমনি সমাজ জীবনেও মানুষকে নানা সামাজিক সমস্যা মোকাবিলা করতে হয়। সামাজিক সমস্যা মূলত সমাজেরই এক ধরনের অবস্থা যা মানুষ পছন্দ করে না আর কামনাও করে না। সামাজিক সমস্যায় মানুষ যেমন পড়তে চায় না, তেমনি সমস্যায় পড়লে তা থেকে সকলে মুক্তি পেতে চায়। সামাজিক সমস্যা কিন্তু প্রাকৃতিক সমস্যা, শারীরিক সমস্যা ইত্যাদি হতে আলাদা। সামাজিক সমস্যার জন্ম হয় নানা কারণে। আবার সমাজে অধিকাংশ মানুষ যদি এ সমস্যায় আক্রান্ত অথবা এর ভয়াবহতা সম্পর্কে একমত না হয় তবে একে সামাজিক সমস্যা বলা যাবে না। প্রাকৃতিক, ভৌগোলিক, দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি নানা কারণ সামাজিক সমস্যা সৃষ্টির জন্যে দায়ী। তবে একটি মাত্র কারণে এ সমস্যা সৃষ্টি হয় না; বরং একাধিক কারণের ফলে একটি সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। সঙ্গত কারণে, সামাজিক সমস্যা মোকাবিলা করার পন্থাও একটি নয়। বর্তমানে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও কলা-কৌশল প্রয়োগ করে সামাজিক সমস্যা মোকাবেলা করা হচ্ছে। সামাজিক বিজ্ঞানীরা এ ব্যাপারে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

সামাজিক সমস্যার সংজ্ঞা :

সমাজ সৃষ্টির পর থেকেই সমাজ সদস্যরা সামাজিক সমস্যা অনুভব করছে। এ সমস্যা সমাজের মধ্য হতেই সৃষ্টি হয়। এটি এক ধরনের সামাজিক অবস্থা। সমাজে বসবাসকারী মানুষের কারণেই এটি সৃষ্টি হয়, আবার সমাজের মানুষই এ সমস্যা মোকাবেলায় সামর্থ হয়। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্ন ভাবে সামাজিক সমস্যার সংজ্ঞা দিয়েছেন। কোন একটি সংজ্ঞাকে এক্ষেত্রে পরিপূর্ণ বলা যাবে না।

হর্টন ও লেসলি বলেছেন যে, "সামাজিক সমস্যা হলো এমন এক সামাজিক অবস্থা যা সমাজের অধিকাংশ লোকের উপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে এবং সংঘবদ্ধ ভাবে যা মোকাবেলা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়।

ফ্রাইডেন উল্লেখ করেছেন যে, "সামাজিক সমস্যা বলতে এমন এক পরিস্থিতিকে বোঝায় যা চাপ, উত্তেজনা, দ্বন্দ্ব এবং হতাশা সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষের বিভিন্ন চাহিদা পূরণে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়।

সামাজিক সমস্যা বিভিন্ন সংজ্ঞা পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, সামাজিক সমস্যা হলো এমন এক অনাকাঙ্ক্ষিত সামাজিক পরিস্থিতি যা অধিকাংশ সমাজবাসীর উপর চাপ, উত্তেজনা, দ্বন্দ্ব, হতাশা ও ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে ব্যহত করে; তবে সদস্যরা এ পরিস্থিতি মোকাবেলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এবং সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমস্যাগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ হয়। সামাজিক সমস্যায় আবার প্রাকৃতিক সমস্যা, শারীরিক সমস্যা, ভৌগোলিক সমস্যা ইত্যাদি হতে আলাদা। যেমন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি বাংলাদেশের একটি সামাজিক সমস্যা, এটি ঝড়-বন্যা, ক্যান্সার-ডায়াবেটিস অথবা নদী-ভাঙন-খরা হতে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের সমস্যা।

ঘ) **সামাজিক সমস্যার প্রকারভেদ :—**

ক্লারেন্স মার্শাল সামাজিক সমস্যার উৎস প্রসঙ্গে চার ধরণের রূপের উল্লেখ করেছেন।

(i) প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে যেগুলি উদ্ভূত।

(ii) যেগুলি জনসম্প্রদায়ের প্রকৃতি ও বিন্যাসের মধ্যে অন্তর্নিহিত থাকে।

(iii) যেগুলি উৎস ত্রুটিপূর্ণ সামাজিক সংগঠনের জন্য।

(iv) সমাজের মধ্যেকার সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের দ্বন্দ্বের ফলে যেগুলি সৃষ্টি হয়।

ঙ) **পণপ্রথার সংজ্ঞা :—** সাধারণ অর্থে পণপ্রথা বলতে বিয়ের সময় বরকে কনের অভিভাবক কর্তৃক প্রদেয় অর্থ বা মূল্যবান সামগ্রীকে বোঝায়। এছাড়া বর কনের আত্মীয়, অভ্যাগত অতিথিরা সাধারণত নবদম্পতিকে দিয়ে থাকেন যা তারা তাদের নতুন সংসারে স্বাধীনভাবে ব্যবহার করতে পারে। হিন্দু আইনে যৌতুককে নারীর সম্পত্তির উৎস বলা হয়।

চ) **পণপ্রথার বৈশিষ্ট্য :—**

(i) বিবাহের প্রকৃতি এবং পণের প্রকৃতি বিচার করা।

(ii) সমাজের বিবাহের পণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানা,

(iii) আর্থ-সামাজিক অবস্থায় পরিপ্রেক্ষিতে তাদের সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা,

(iv) পরিবারের অর্থনীতির ওপর পণের প্রভাব জানা।

(v) সামাজিক সমস্যায় হিসেবে পণ সম্পর্কে এর ধারণা কি জানা,

(vi) পণের পরিবর্তিত রূপ এবং জনজীবনে আইন-এর প্রভাব সম্পর্কে জানা,

(vii) মেয়েরা কোন মাত্রা পর্যন্ত পণপ্রথার শিকার হয় পর্যবেক্ষক হিসেবে কারণ অনুধাবন করা।

(viii) মেয়েরা তাদের আত্মমর্যাদা সম্পর্কে কতখানি সচেতন এবং তার সাথে পণপ্রথার সম্পর্ক কি তা জানা।

(ix) পণপ্রথার বিরুদ্ধে মেয়েদের সচেতন বাড়ানো।

৪) **পণপ্রথার ইতিহাস :—** মনুষ্য-জীবনে বিবাহ একটি সামাজিক বিধান। ব্যক্তি ও পারিবারিক পরিমণ্ডলে শান্তি ও শৃঙ্খলা আনয়নে বৃহত্তর সমাজের কল্যাণ সাধনই এর মূল উদ্দেশ্য। আর পণপ্রথা হল হৃদয়হীন সমাজের নির্লজ্জ নারীপীড়নের অন্যতম হাতিয়ার। নারীর এই অধিকার হরণের চিত্র সর্বযুগের নয়। এই ঘৃণ্য মানসিকতার পরিচয় আছে যাবতীয় কাশীরাজের কন্যা সম্প্রদানের ঘটনায়, মহাভারতে সুভদ্রা উপাখ্যানে, আমাদের বঙ্গভূমিতে রাজা বল্লাল সেনের আমল থেকে কৌলিন্য প্রথার মধ্যে কুলীন পাত্রের চাহিদা বিয়ের বাজারে বেড়েছিল অস্বাভাবিক রকম, কন্যা অরক্ষণীয়া হওয়ার আগে পাত্রস্থ করে সামাজিক নিপীড়ন থেকে পরিত্রাণ পেতে চাইতেন পিতা-মাতা। মোটা অর্থ প্রাপ্তির চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে ছাতনা তলায় টোপর মাথায় দাঁড়াতেন কুলীন ব্রাহ্মণ তনয়। এ হল আমাদের পণ ও যৌতুক প্রথার ইতিহাস।

৫) **বিষয় নির্বাচন :—** প্রত্যেক সমাজেই বিভিন্ন ধরণের সমস্যা হয়ে থাকে। তাকে সামাজিক সমস্যা বলে থাকি আমরা। এই সমাজে অনেক সমস্যা হয়ে থাকে। যেমন— কেউ মদ্যপান করছে, কেউ বিভিন্ন সমস্যার কারণে আত্মহত্যা করছে, কেউ চুরি/ডাকাতি করে বেড়াচ্ছে, পণপ্রথা, ইত্যাদি সমাজে অনেক সমস্যা হয়ে থাকে। এই সমস্যাগুলির কারণে আমি একটি সমস্যা গবেষণার জন্য পণপ্রথার বিষয়টিকে বেছে নিয়েছি। কারণ সমাজে বিভিন্ন জায়গায় এই পণপ্রথার কারণে অনেক মেয়ে বিয়ে হচ্ছে না, তাই আমি এই পণপ্রথার বিষয়টি নিয়ে নির্বাচন করেছি। এখানে অনেক গ্রামে বা আমরা পুরন্দপুর একটি গ্রামে সমীক্ষা

করেছি সেখানে অনেক মানুষ আছে যারা পণপ্রথার পক্ষে আবার অনেকে আছে বেস্ত বিপক্ষে। এখনো অনেক গ্রামে মা-বাবারা তাদের এই পণপ্রথার কারণে মেয়েদের বিয়ে দিতে পারছে না। যেমন - ছেলে পক্ষরা তারা মেয়ে পক্ষের কাছ থেকে অনেক দাবি জানায় যেমন - টাকা-পয়সা, জিনিসপত্র ইত্যাদি। চাওয়ার পর মেয়ে পক্ষরা যদি না দেয় বিয়ে তাদের ভেঙেও যায় বা বিয়ে হলে মেয়েরা শ্বশুর বাড়িতে অনেক শারিরিক, মানসিক অত্যাচার করে থাকে। আবার তারা কখনো বধূহত্যাও করে থাকে. এবং অত্যাচারের কারণে অনেক মেয়ে আত্মহত্যা করে। এই সামাজিক সমস্যাগুলি শহরাঞ্চলে দেখা যায় না বললেই চলে, গ্রামাঞ্চলে এই সমস্যা বেশি লক্ষ্য করা যায়। এই 'পণপ্রথা' সম্পর্কে অনেক মানুষকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আমরা কিছু জানতে পেরেছি। তথ্য সংগ্রহ করা ও অধিক জানার ইচ্ছের কারণে সমীক্ষা গবেষণার ক্ষেত্রে এই 'পণপ্রথা' বিষয়টিকে নির্বাচন করেছি।

2) পুস্তক পর্যালোচনা :— পণপ্রথা সম্পর্কে বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন অভিমত পোষণ করেছেন।—

=> Karl Marx and Engles — বলেছেন, আদিম সাম্যবাদী সমাজ ভেঙে যাওয়ার পর প্রথম শ্রেণীবিভক্ত সমাজের উৎপত্তি হয় যার ভিত্তি হল - পণপ্রথা।

=> L.T. Hobhuse তাঁর "Morals in Evolution" (1906) গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে, আইন ও প্রথা অনুযায়ী ক্রীতদাস হলো অন্য ব্যক্তির সম্পত্তি।

=> H.J. Neiboer তাঁর "Slavery as an Industrial System" (1900) গ্রন্থে দাসপ্রথার ভিত্তি সম্পর্কে বলেছেন যে এটি একটি শিল্পব্যবস্থা।

⇒ Hobhose, Hwilor 3 অন্যের - The Material Culture and Social Institution to the peoples (1915) গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, কিমলি বা সোমালিদের মত আদিম সরলতম সমাজগুলিতে বিক্রেতাপণ বা প্রিমিয়ামের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। তবে সামাজিক সংগঠনগুলির জটিলতা বাড়ার সাথে সাথে দানপ্রথা আবির্ভাব দেখা যায়।

১৪) সাহিত্য পর্যালোচনা :— বর্তমান সমাজের পরিচিত নাম 'পণপ্রথা', এটি ওত-প্রোত ভাব - জড়িয়ে আছে বিবাহ নামক সামাজিক প্রতিষ্ঠানটির সাথে, মনুষ্য সমাজে এটি প্রচলিত হয়েছিল মানুষের যৌন জীবন নিয়ন্ত্রণের জন্য। এটি আবার পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানটির সাথে খুব নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত, এক্ষেত্রে বলা যায় পরিবার ও বিবাহ একে অপরের পরিপূরক, এই বিবাহ প্রক্রিয়া বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। বিবাহের উদ্দেশ্য কার্যকারিতা ও গঠন সমাজ ভেদে পরিবর্তিত হতে পারে, কিন্তু একটি প্রক্রিয়া হিসাবে বিবাহের উপস্থিতি সর্বত্র, আর এই বিবাহ নামটির আগমনের সাথে সাথে পণপ্রথা বা যৌতুক কথাটির আগমন ঘটে, এই পণপ্রথার সাংবিধানিক স্বীকৃতি নেই তবুও দেখা যায় কন্যার পিতা-মাতা প্রচুর পরিমাণ পণ দান করে। এর কারণ হিসাবে সমাজে বিজ্ঞানীগণ মনে করেন যে, কন্যার জীবন প্রতিষ্ঠিত করতে এই ধরনের সম্পত্তি দান করেন, উদাহরণ হিসাবে রাজপুত সম্প্রদায়ে-র কথা বলা যায়। যারা বিবাহের পর পণস্বরূপ বহু পরিমাণ যৌতুক দান করেন। দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন অংশে এই ধরণের দানদান ও গ্রহণ আইনে স্বীকৃত না হলেও সমাজে স্বরূপে ও বহুল প্রচলিত, শুধুমাত্র হিন্দু ধর্মের অভ্যন্তরেই নয় ভারতের খ্রিস্টানদের মাঝেও এই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। দক্ষিণ ভারতে কারালায় মর্যাদা প্রকাশের লক্ষ্যে খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের মানুষ বিবাহে পণ দান করেন। (Ahuja, mukhesh; 1996).

পণপ্রথা আমাদের সমাজের একটি অন্ধকার দিককে চিহ্নিত করে। বর্তমানে বহু শিক্ষিত পরিবারেও এই প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়, নারীদের জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে এই পণপ্রথা, আমরা যদি আমাদের

সমাজ থেকে কিছুটা বেরিয়ে বহিরাগত সমাজের দিকে চোখ রাখি তাহলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কোন কোন সমাজে দেখতে পাবো যেখানে পণপ্রথার অস্তিত্ব নেই। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে পৌঁছে আমরা অন্যান্য দেশ থেকে কতটা পিছিয়ে। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, তথ্য প্রযুক্তি ইত্যাদির দিকে আমরা দিনের পর দিন উন্নতি করলেও আমাদের চিন্তা-চেতনার কোনো বিশেষ উন্নতি নেই। এই দিকে একজন প্রাচীন মানবের সাথে আমাদের কোনো পার্থক্য নেই। (G.R. Madan, 1933)

পণপ্রথা লেনদেন আমাদের সমাজে এমন এক অবস্থা সৃষ্টি করেছে যে, অনেকে মনে করেন পাত্রের যোগ্যতা ও মর্যাদা মাপকাঠি, কে কতটা পণ নেবে সেটাই যেন অনেকের দৃষ্টিতে পাত্রের যোগ্যতা ও মর্যাদা নির্ধারক। এই কারণেই আমাদের সমাজে বিয়ে নামক সামাজিক প্রক্রিয়াটি বর্তমানে একটি বিনিময় প্রথায় রূপান্তরিত হয়েছে। আমরা প্রচলিত কথায় বলে থাকি যে বিবাহ হল কম-বেশী স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যকার দ্বৈত সম্পর্ক যা মানুষের বংশ পরিক্রমায় বা সন্তান গ্রহণের পরও বজায় থাকে। কিন্তু এর বাস্তব রূপ কি এটাই? যাইহোক বিবাহ প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে পণপ্রথার প্রসঙ্গটি আলোচনা করে ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের পাতায় চোখ ফেরালে দেখা যায় প্রাচীনকালে পণপ্রথা বা উপহার দান প্রথা আদিম অর্থনৈতিক একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, সে সময় কোন বাড়িতে অতিথি এলে তাকে যৌতুক দেওয়াতে রীতি প্রচলিত ছিল। প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভারতীয় সমাজের রত্নালংকার দাসদাসী, গরু, মহিষ, হাতি, প্রভৃতি যৌতুক দেওয়ার প্রথা ছিল, দীনেশ চন্দ্র সেন কর্তৃক সংগৃহীত ময়মনসিংহ গীতিকা, দেওয়ানা, মদিনা এবং পুঁথি সাহিত্যে তার প্রমাণ মেলে। (Ram Ahuja, 1996)

অর্থাৎ এই পণপ্রথা হলো নারী হত্যার অন্যতম কারণস্বরূপ। এই পণ প্রথার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মধ্যবিত্ত পরিবারের মহিলারা এই প্রথা সংক্রান্ত সমস্যায় বেশি ভুগছে, নিম্নবিত্ত পরিবারের মহিলাদের

থাকে। অন্যদিকে এই পণপ্রথার শিকার হয়ে থাকে এরকম মহিলাদের প্রায় 70 শতাংশ মহিলারা, যাদের বয়স হয় 22-24 বছর, তারা শারীরিক ও মানসিক কোনো ভাবেই স্বাবলম্বী নয়। এই মহিলারা যারা পণপ্রথায় বলি হয়ে থাকে তারা তাদের মৃত্যুর আগে বহু অমানবিক অত্যাচারের শিকার হয়ে থাকে।

4) **গবেষণার উদ্দেশ্য** :— গবেষণার উদ্দেশ্য এই অধ্যয়নের সাধারণ উদ্দেশ্য হল কারণ, পরিবর্তন এবং ধারাবাহিকতা মূল্যায়ন করা অতীত এবং বর্তমান সময়, অধ্যয়ন এলাকায় যৌতুক প্রথা হিসেবে অনুসরণ করা হয়, উপরন্তু, গবেষক পরিবর্তন খুঁজে বের করার চেষ্টা করে, যৌতুক প্রথার পাশাপাশি ধারাবাহিকতা কি পরিবর্তন করা হয়েছে এবং কি এখনও আছে বর্তমান দিনে অব্যাহত, গবেষকের প্রধান অনুসন্ধানগুলি নিম্নরূপ হবে;

- যৌতুক প্রথার পরিবর্তন এবং ধারাবাহিকতা চিহ্নিত করা,
- নির্দিষ্ট অধ্যয়ন এলাকায় যৌতুক প্রথায় কারণ খুঁজে বের করা।
- যৌতুক প্রথা এবং এর পরিবর্তন সম্পর্কে মানুষের প্রতিক্রিয়া মূল্যায়ন করা,

5) **গবেষণামূলক পদ্ধতি বিদ্যা** :— বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে অনুযায়ী সাম্মানিক সমাজতত্ত্ব বিভাগের ছাত্র ও ছাত্রীদের একটি ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে হয়। ক্ষেত্র সমীক্ষা করার জন্য আমাদেরকে একটি ক্ষেত্র বা গ্রাম নির্বাচন করতে হয়, এই গ্রাম নির্বাচনের বিষয়টি সাধারণত আমাদের বিভাগে অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা বিবেচনা করে থাকেন বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক বিষয়গুলিকে মাথায় রেখে এ বছরেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

ক্ষেত্র সমীক্ষার কাজটি শুরু করার পূর্বে আমাদের অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা বিবেচনা সমস্ত দিক সম্মত উপায়ে সঠিক স্থান নির্ধারণ পূর্বে অনলাইন গুগলটিতে পরিদর্শন করে এমন সকল সমাজতাত্ত্বিক দিক ও অন্যান্য সুযোগসুবিধা গুলিকে মাথায় রেখে এ বছর 2023 সালে

পূর্ব মেদিনী জেলায় চণ্ডীপুর ব্লক-এর অন্তর্গত মুরাদপুর গ্রামটিতে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে সার্বিক ভাবে নির্বাচন করা হয়েছে অর্থাৎ, এক্ষেত্রে আমাদের বিভাগে সকল অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা বিশ্লেষণে উল্লিখিত অঞ্চল গুলিকে মূল অনুসন্ধান প্রক্রিয়া শুরু করার পূর্বে পাইলট সার্ভে করেছেন।

মুরাদপুর গ্রামে আমাদের সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়া কাজটিকে ত্বরান্বিত করার জন্য যে ধরনের পূর্ব ত্বরান্বিত করার জন্য এবং যে সমস্ত আসবাবপত্র সঙ্গে নিয়ে যাওয়া দরকার এবং কোন সময় ও কোথা থেকে আমরা মুরাদপুর গ্রামের দিকে রওনা হব সে বিষয়ে বিশেষ প্রস্তুত হওয়ার জন্য বিভাগীয় অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা নিয়োজন একটি Online meeting - এর আয়োজন করেছেন, এই মিটিং-এ আমাদের অধ্যাপক ও অধ্যাপিকারা নির্দেশ দিয়েছিলেন যে ক্ষেত্র সমীক্ষার অঞ্চলটিতে কীভাবে এবং কী ধরনের আচরণ আমরা উত্তরদাতাদের সামনে তুলে ধরি। শুধু তাই নয় গবেষণা লক্ষ্য প্রকল্পটি কাজ সম্পন্ন করার জন্য,

এরপর 2023 সালে 11 ফেব্রুয়ারী সকাল 9:30 min নাগাদ আমরা সবাই বাস-এ করে ক্ষেত্র সমীক্ষার কাজ করার জন্য মুরাদপুর গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হই, অবশেষে আমরা দুপুর 12টা নাগাদ সেখানে পৌঁছাই। মুরাদপুর গ্রামে এসে পৌঁছানোর পর দুপুরের খাওয়া-দাওয়া করার পর যে যার কাজে চলে যাই।

এই গবেষণা লক্ষ্য প্রকল্পটি মূলত দুই ধরনের কাজের ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। এই দুই ধরনের তথ্য হল —
(i) প্রাথমিক তথ্য বা Primary Data (ii) গৌণ তথ্য বা Secondary Data, এই গবেষণা লক্ষ্য প্রকল্পটি কাজ সম্পন্ন করার জন্য আমরা মুরাদপুর গ্রামে একটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে আবাসিক রূপে 11-14 তারিখ পর্যন্ত থেকে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

গবেষণার একটি সামাজিক স্বার্থী শিশুর বিষয়ে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করার জন্য আমরা যে সকল সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতি অবলম্বন করেছে সেগুলি হল - প্রশ্নমালা (Questionnary), আলোচনা, পর্যবেক্ষণ, জীবনবৃত্তি, সাক্ষাৎকার পদ্ধতি, এছাড়াও আমরা জীবনবৃত্তি সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে নমুনাচয়ন নামক সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতির সাহায্য নিয়েছেন। সমাজতত্ত্বের ছাত্র বা ছাত্রী হিসাবে আমরা সবাই জানি নমুনাচয়ন কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য এক্ষেত্রে আমরা উদ্দেশ্যমূলক নমুনাচয়ন পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। আবার পাশাপাশি আমরা এটাও জানি যে পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়ায় অনেক ভাগ রয়েছেন কিন্তু প্রাথমিক পদ্ধতি সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমরা অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিটি ব্যবহার করেছেন।

এছাড়াও এই গবেষণামূলক কাজটি প্রকল্প করার জন্য আমরা গৌণ তথ্য সাহায্য নিয়েছি, গৌণ তথ্য সংগ্রহ করার উৎস গুলি হল বিভিন্ন পুস্তক-পুস্তিকা, Jernal, Paper পত্রিকা, ম্যাগাজিন, লাইব্রেরি, বিভিন্ন বক্তৃতা, internal website, অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ ইত্যাদি।

সুতরাং, এককথায় এই গবেষণার লক্ষ্য প্রকল্পটি সম্পূর্ণ দেওয়ার জন্য অভিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব উত্তরদাতা ছাড়াও অন্যান্য সাধারণ ব্যক্তিদের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

<u>অসুবিধা</u> :— গবেষণা কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এর সমস্যা খুঁজে বের করা। সঠিক এবং উপযুক্ত তথ্য প্রদান সম্ভব হলেও অসুবিধার সম্মুখীন হতেই হয় গবেষককে। সামাজিক সমস্যা থেকে, আর এই সামাজিক সমস্যা গুলির সূত্রপাত মানবসমাজ থেকেই কারণ মানুষ ছাড়া কখনোই সমাজ গড়ে উঠতে পারে না, তাই সেখানে মানব অনুভূতি, আবেগ, চিন্তা-চেতনা, শিক্ষা-চেতনা, ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা সকল কিছুই বিদ্যমান।

(a) **কৌশলগত সমস্যা :**— ভারতবর্ষের মত উন্নয়নশীল দেশগুলি এখনও ততটাও উন্নত হয়নি, যার দ্বারা কোনো বিশ্লেষিত তথ্যকে চূড়ান্ত বলে মনে করা যেতে পারে।

(b) **প্রশ্নমালা সমস্যা :**— অনুসন্ধানকারী বা গবেষক যখন জরিপ (Survey) কার্য করতে সামাজিক মানুষের সাথে সাক্ষাৎকার করে, তখন তারা বিশেষ কিছু প্রশ্ন তৈরী করে। যা অতি সহজ সরল সাধারণ লোকের বোধগম্য হতে হবে, যাতে উত্তরদাতা সঠিক উত্তর দিতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হয় গবেষকরা। যেমন— গ্রামীণ মানুষদের পারিবারিক আয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তারা সঠিক উত্তর দেয় না, বা কিছুটা সংকোচ বোধ করে, ফলে গবেষকদের নিজ সুবিধার্থে কিছুটা আন্দাজেই তা ধরে নিয়ে কাজ করতে হয়, আর ফলে গবেষণার মান হ্রাস পায় বা নির্ভুল হওয়ার প্রবণতা কম।

(c) **পক্ষপাত দুষ্টতা :**— গবেষণার অন্যতম একটি সমস্যা দেখা যায়, সেটি হল পক্ষপাত দুষ্টতা। এক্ষেত্রে গবেষকদের নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা, রুচি-বোধ ইত্যাদি সম্পর্কে ও নিবেদন বা গোষ্ঠীর মধ্যে মিশ্রিত হয়। ফলে সঠিক ও নির্ভুল তথ্য সংগৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস পায়।

(d) **প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা :**— প্রাকৃতিক আবহাওয়ার প্রতিকূলতা ও আকস্মিক কিছু দুর্যোগ যা গবেষণার কাজকে ব্যাহত করে।

(e) **অনুসন্ধানকারী সমস্যা :**— কোনো সঠিক বিদ্যমান সামাজিক সমস্যা খুঁজে বের করা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং কষ্টসাধ্য ব্যাপার, গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী গবেষককে চিন্তা করতে হবে যে তারা যে বিষয় সম্পর্কে গবেষণা করবে তা কতটা কার্যকারী এবং সমস্যা খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ করতে হবে।

: দ্বিতীয় অধ্যায় :

প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ

ভূমিকা :— গ্রাম – মুরাদপুর গ্রাম , গ্রাম পঞ্চায়েত – দিবাকরপুর, ব্লক – চণ্ডীপুর , জেলা – পূর্ব মেদিনীপুর, পিন নং – 721625 , থানা – চণ্ডীপুর, P.O – হাঁসচড়া এই মুরাদপুর গ্রাম থেকে আমরা আমাদের গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করেছি, এবং এই তথ্য গুলির বিশ্লেষণগুলি আমরা নিম্নলিখিত ভাবে করতে চলেছি, পূর্বমেদিনীপুর জেলায় চণ্ডীপুর ব্লকের মুরাদপুর গ্রামের ওপর আমরা কাজ করেছিলাম সেই গ্রাম থেকে Post office (হাঁসচড়া) 2.1 Km দূরে এবং থানা (চণ্ডীপুর) 6.9 Km দূরে, মুরাদপুর গ্রামটির ওপর আমরা কাজ করে যে সকল তথ্যগুলি আমাদের হাতে এসেছে সেই তথ্যগুলি বিশ্লেষণ আমরা নীচে নীচে করছি ——

সারণী-১

উত্তরদাতার সংখ্যা ও জনসংখ্যা

উত্তরদাতার সংখ্যা	মোট জনসংখ্যা
110	557

মুরাদপুর গ্রামের প্রেক্ষাপটে কিছু অংশ নিয়ে আমরা ক্ষেত্র সমীক্ষা করেছিলাম, উত্তরদাতার হিসেবে আমরা 110 জন লোককে নির্বাচন করেছিলেন। তাদের সংগৃহীত তথ্য থেকে আমরা জেনে ছিলাম যে মুরাদপুরে মোট জনসংখ্যা 557 জন।

সারণী - 2

উত্তরদাতার বয়স

উত্তরদাতার বয়স	১৫-২৫	২৬-৩৬	৩৭-৪৭	৪৮-৫৮	৫৯+
জনসংখ্যা	১৫	২১	৩৪	২৫	১৫
শতকরা হার	13.63	19.09	30.90	22.72	13.63

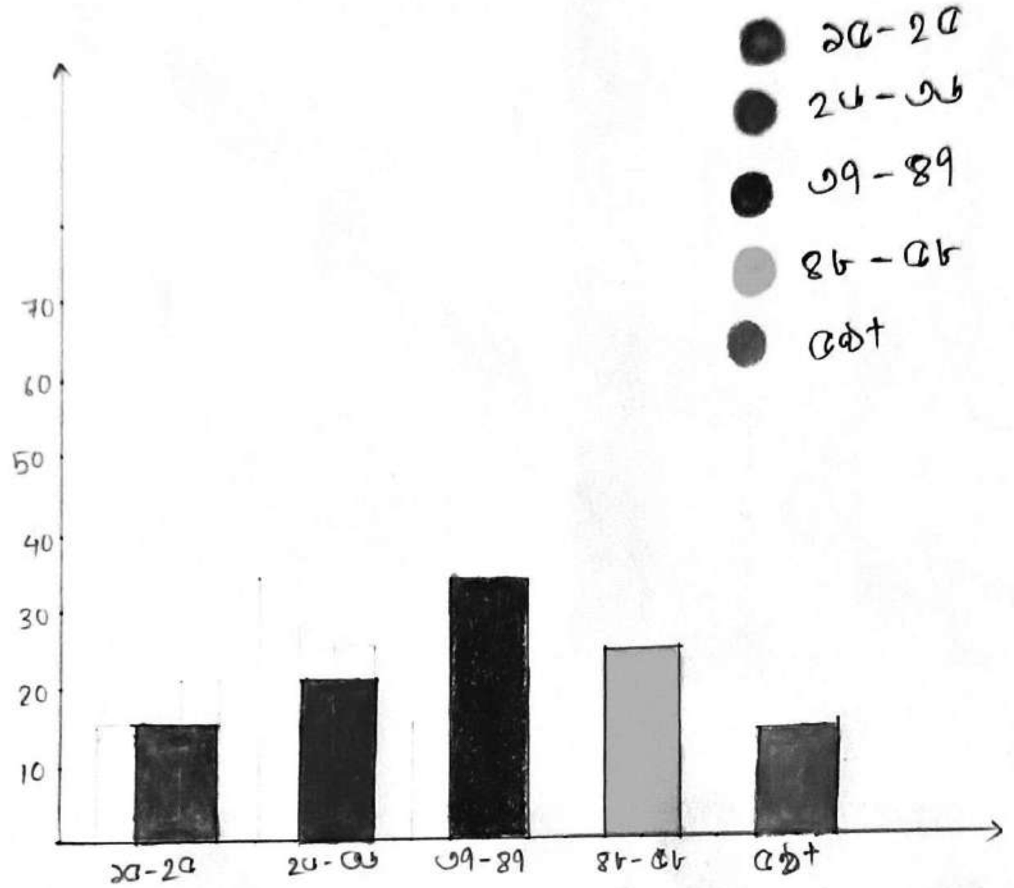

উপরোক্ত সারণীতে বয়সগত ভিত্তিতে উত্তরদাতাদের ক্ষেত্রে মোট 110 জন, (100%) মধ্যে 15-25 বছরের মধ্যে 15 জন (13.63%), 26-36 বছরের মধ্যে 21 জন (19.09%), 37-47 -এর মধ্যে 34 জন (30.90%), 48-58 -এর মধ্যে 25 জন (22.72%) এবং 59-এর উপরে 15 জন (13.63%),

সারণী-3

উত্তরদাতার জাতি

জাতি	SC	ST	OBC	GEN
জনসংখ্যা	5	4	2	99
শতকরা হার	4.54	3.63	1.81	90

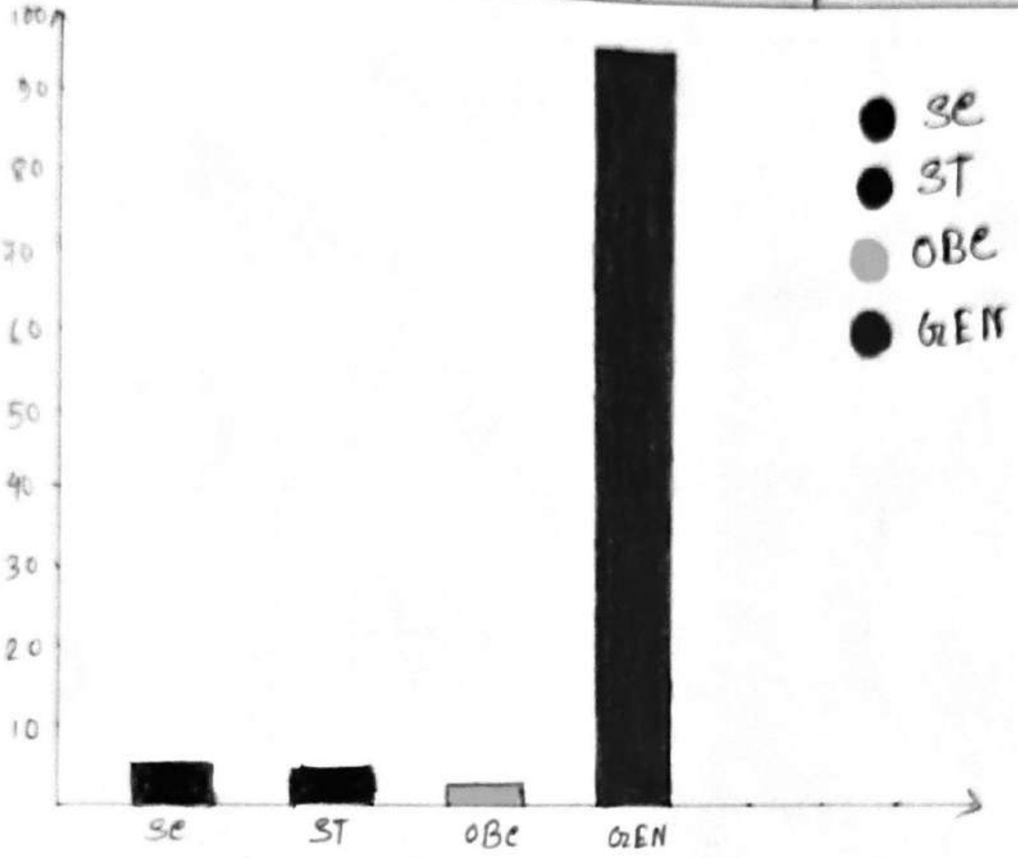

উপরোক্ত সারণীতে জাতির প্রকারভেদের ক্ষেত্রে মোট উত্তরদাতার 110 জনের (100%)- এর মধ্যে SC - 5 জন (4.54%); ST - 4 জন (3.63%) OBC - হলেন 2 জন (1.81%) এবং GEN হলেন 99 জন (90%)।

সারণী- 4

উত্তরদাতার পরিবার

ধর্ম	হিন্দু	মুসলিম
পরিবার	100	10
শতকরা হার	90.90	9.09

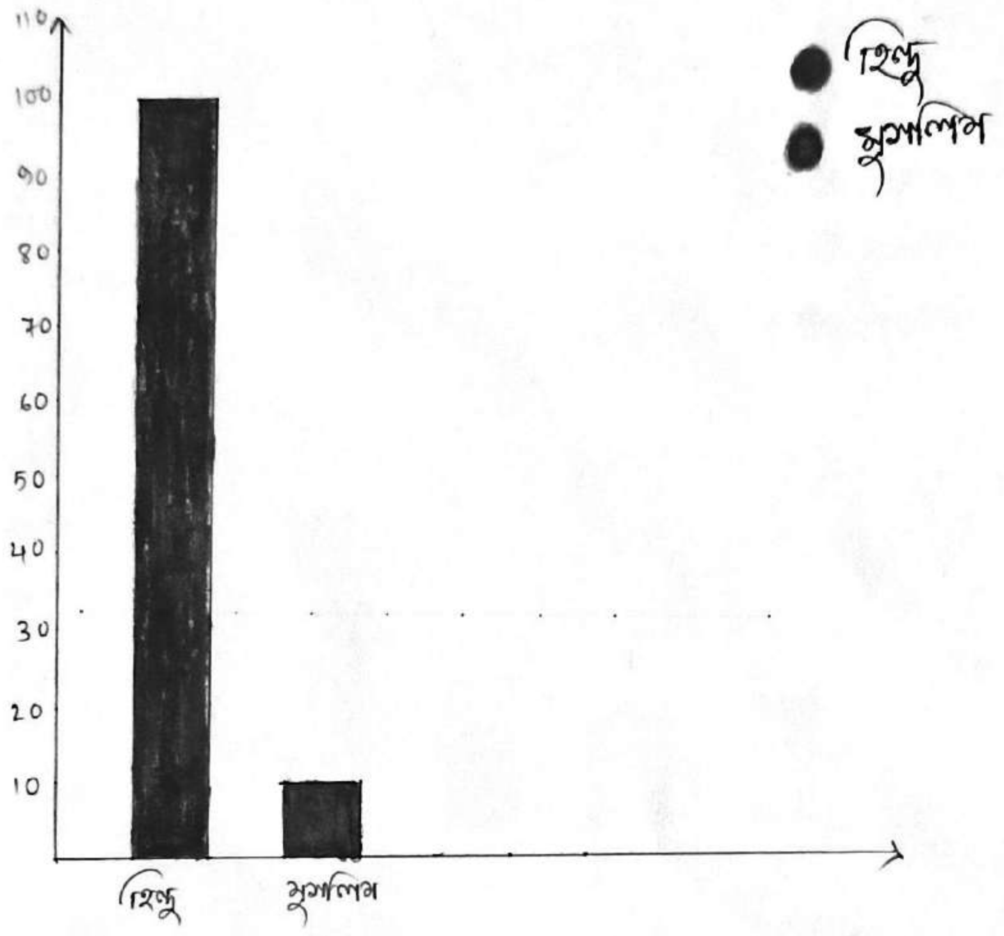

উপরোক্ত সারণীতে উত্তরদাতার পরিবার ধর্মের প্রকারভেদ-এর ক্ষেত্রে মোট 110 জনের (100%)-এর মধ্যে উত্তরদাতা হিন্দু হলেন 100 জন (90.90%) এবং মুসলিম হলেন 10 জন (9.09%)।

সারণী - ১

উত্তরদাতার পেশা

পেশা	চাকুরি	কৃষিকাজ	দিনমজুর	ব্যবসা	অন্যান্য
সংখ্যা	15	42	20	16	17
শতকরা হার	13.63	38.18	18.18	14.54	15.45

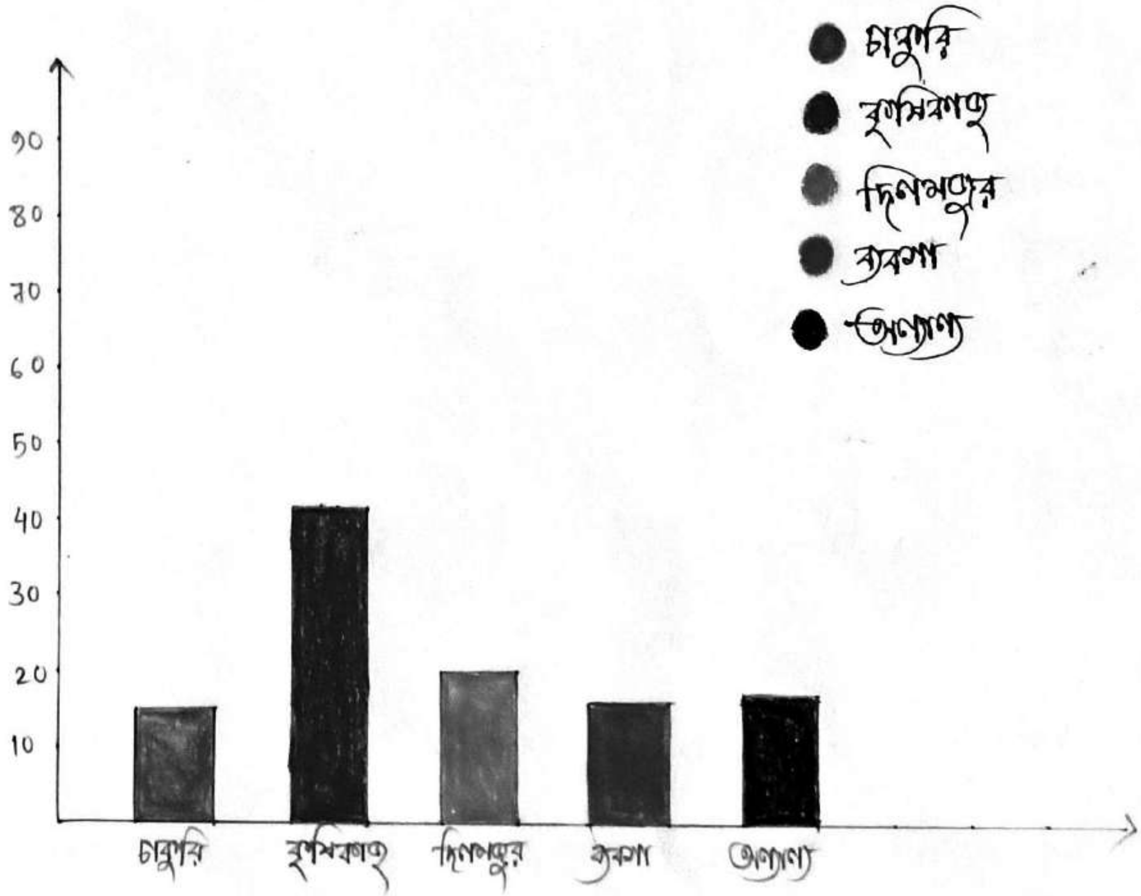

উপরোক্ত সারণীতে আমরা উত্তরদাতার পেশার ভিত্তিতে মোট 110 জনের (100%) - এর মধ্যে 15 জন চাকুরি (13.63%), কৃষিকাজ 42 জন (38.18%), দিনমজুর 20 জন (18.18%), ব্যবসা করেন 16 জন (14.54%) এবং অন্যান্য কাজ করেন 17 জন (15.45%),

সারণী-6

উত্তরদাতার উপার্জন

উপার্জন	40-এর নীচে	40000-60000	61000-81000	82000-100000	100000+
সংখ্যা	23	28	7	27	25
শতকরা হার	20.90	25.45	6.36	24.54	22.72

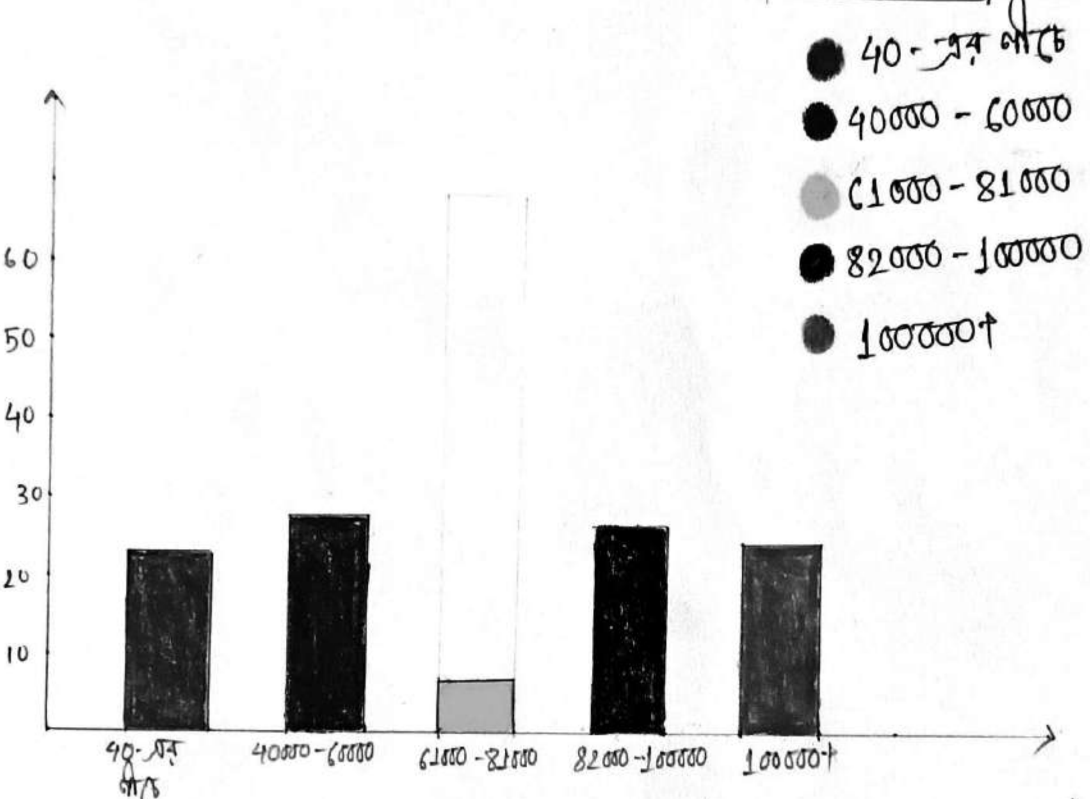

উপরোক্ত সারণীতে পরিবারে উত্তরদাতার উপার্জনের ভিত্তিতে মোট 110 জনের (100%) - এর মধ্যে 40- এর নীচে 23জন (20.90%), 40000-60000 -এর মধ্যে 28 জন (25.45%), 61000 - 81000 -এর মধ্যে 7 জন (6.36%) 82000 - 100000 -এর মধ্যে 27 জন (24.54%) -এর মধ্যে 100000-এর উপর 25 জন (22.72%)।

সারণী - 7

বাড়ীর ধরণ

ধরণ	কাঁচা	পাকা	সেমি পাকা
সংখ্যা	36	70	4
শতকরা হার	32.72	63.63	3.63

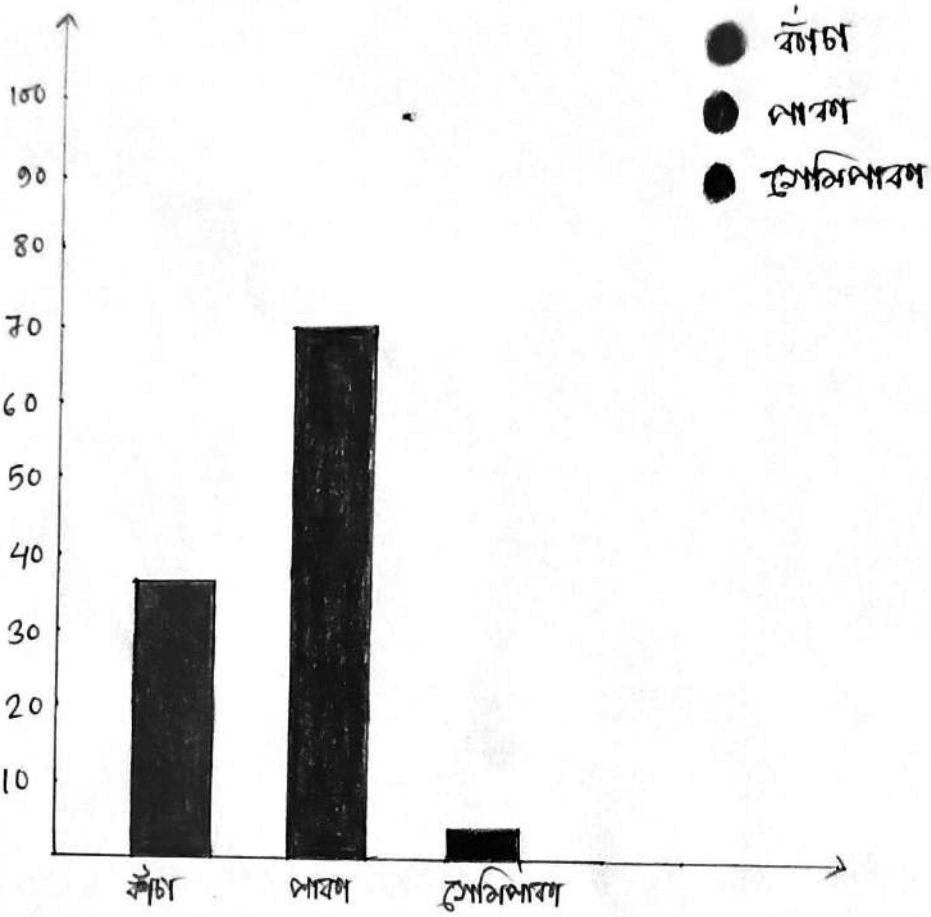

উপরোক্ত সারণীতে উত্তরদাতার বাড়ির ধরণ হিসেবে 110 জনের (100%) - এর মধ্যে কাঁচা বাড়ী 36 জনের (32.72%) আর পাকা বাড়ী 70 জনের (63.63%) এবং সেমি পাকা 4 জনের (3.63%) ।

সারণী–৪

পরিবারের ধরণ

ধরণ	একক	যৌথ
সংখ্যা	65	45
শতকরা হার	59.09	40.90

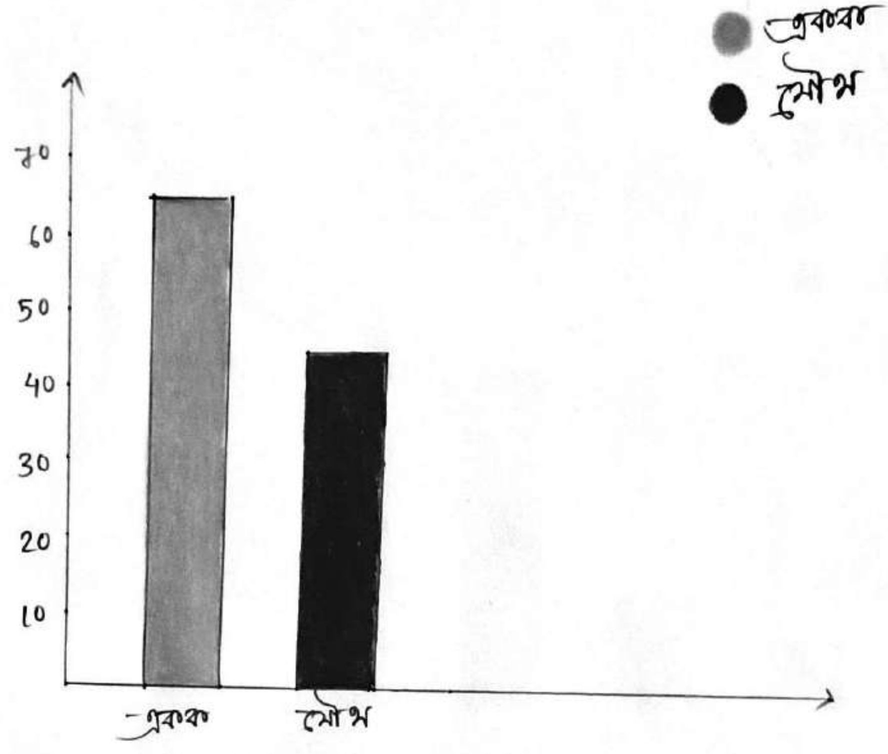

উপরোক্ত সারণীতে উত্তরদাতার পরিবারের ধরণ আমরা মোট 110 জন (100%) - এর মধ্যে একক পরিবার 65 জন পেয়েছি (59.09%) এবং যৌথ পরিবার 45 জন (40.90%) ।

সারণী – ৭

উত্তরদাতার শিক্ষা

শিক্ষা	Illiterate	i – v	v – xi	xi – xiii	BA+
সংখ্যা	11	30	45	15	9
শতকরা হার	10	27.27	40.90	13.63	8.18

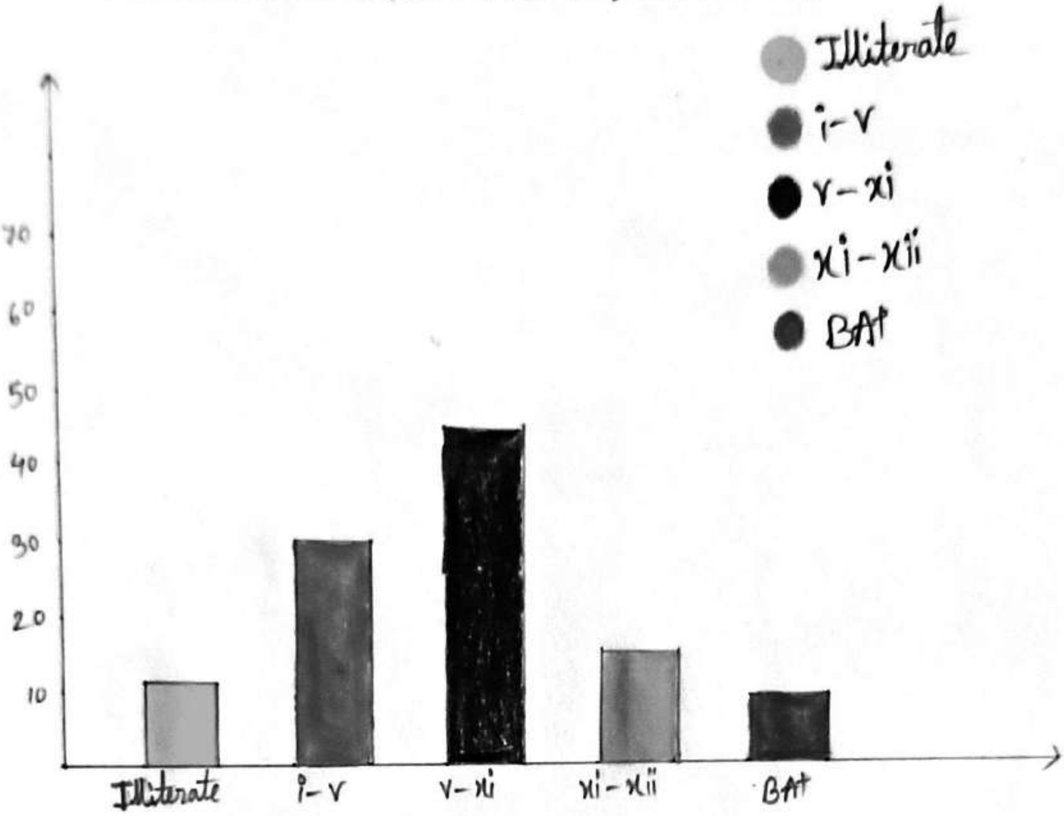

উপরোক্ত সারণীতে আমরা উত্তরদাতার শিক্ষার ভিত্তিতে 110 জনের (100%) - এর মধ্যে Illiterate- 11 জন (10%), i-v - এর মধ্যে 30 জন (27.27%) v-xi - এর মধ্যে 45 জন (40-90%), xi-xii - এর মধ্যে 15 জন (13.63%) এবং BA+ করেছেন 9 জন (8.18%) ।

সারণী -10

যৌতুকের উপকৌশল

যৌতুকের উপকৌশল	গয়না	আসবাবপত্র	যানবাহন	নগদ টাকা	গৃহপালিত পশু	কিছু না নেওয়া
সংখ্যা	13	19	0	32	0	46
শতকরা হার	11.81	17.27	·0	29.09	·0	41.81

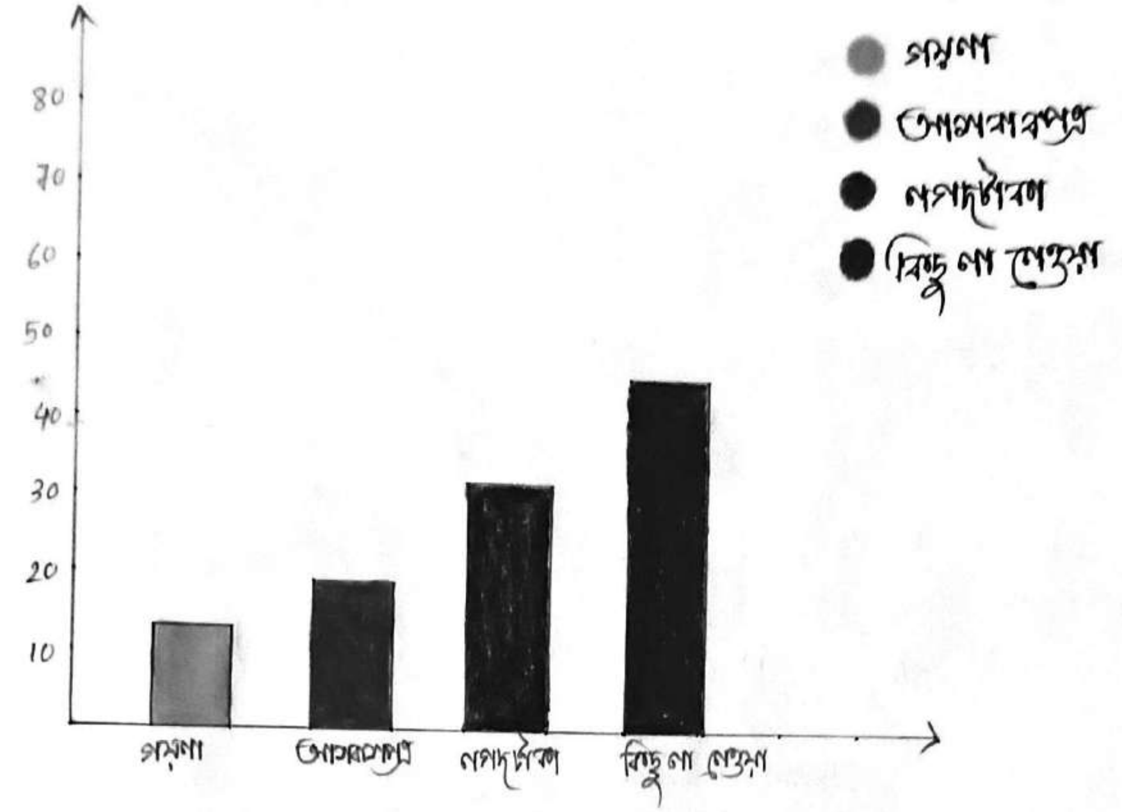

উপরোক্ত সারণীতে যৌতুকের উপকৌশল ভিত্তিতে উত্তরদাতার পরিবারে 110 জনের (100%) - এর মধ্যে গয়না নিয়েছে 13 জন (11.81%) আসবাবপত্র 19জন (17.27%) যানবাহন নেয়নি, নগদ টাকা নিয়েছে 32জন (29.09%) গৃহপালিত পশুও ছিল না এবং তাদের পরিবার থেকে কিছু না নেওয়া।

সারণী- 11

বিবাহের বয়স

বয়স	১১-১৫	১৬-২০	২১-২৫	২৬+	অবিবাহিত
সংখ্যা	14	61	16	16	3
শতকরা হার	12.72	55.45	14.54	14.54	2.72

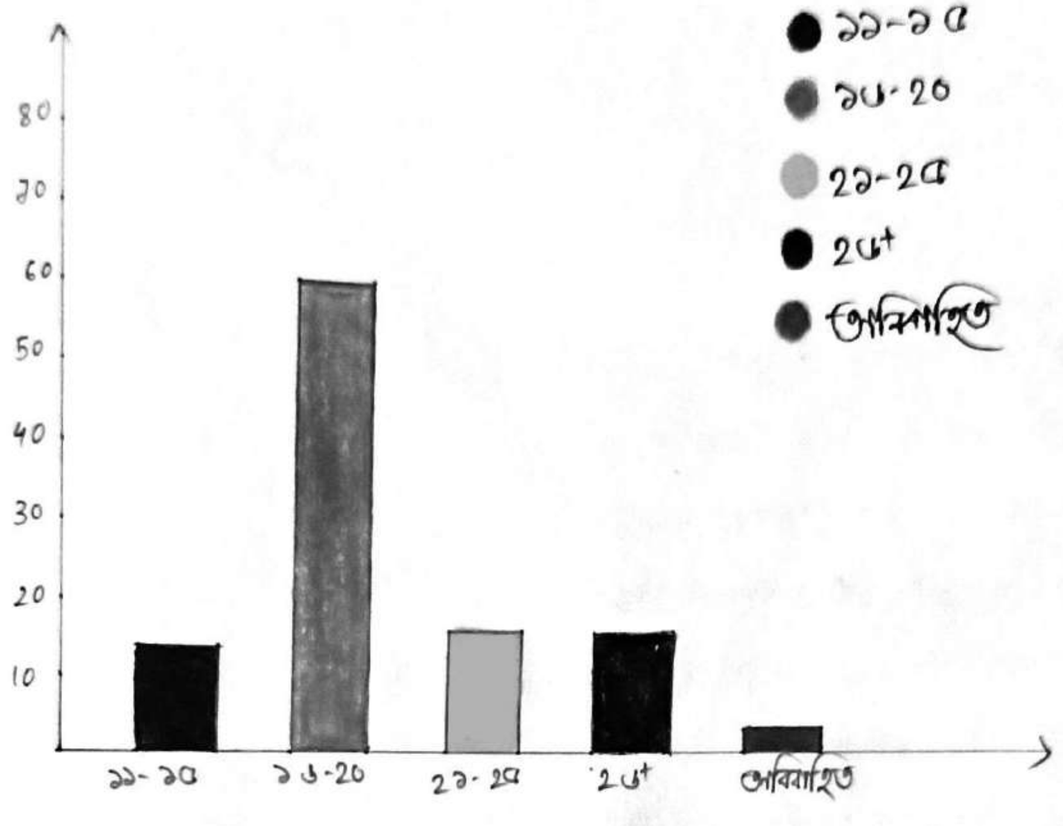

উপরোক্ত সারণীতে উত্তরদাতার বিবাহের বয়স 110 জনের (100%) - এর মধ্যে 11-15- এর মধ্যে বয়স 14 জনের (12.72%), 16-20-র মধ্যে বয়স 61 জনের (55.45%), 21-25- এর মধ্যে বয়স 16 জনের (14.54%), এবং 26- এর উপর 16 জনের বয়স (14.54%) এছাড়াও অবিবাহিত ছিল 3জন (2.72%)।

ঃ তৃতীয় অধ্যায় ঃ

জীবনবৃত্তি

(i) নাম = কল্পনা মাইতি

বয়স = 82

লিঙ্গ = মহিলা

শিক্ষাগত যোগ্যতা = 8 পাস

জাতি = মাহিষ্য

ধর্ম = হিন্দু

পেশা = শিক্ষক

বার্ষিক আয় = 240.000৳

পূর্বমেদিনীপুর জেলার মুরাদপুর গ্রামে কল্পনা মাইতি নামে এক মহিলার বাড়িতে পণপ্রথার বিষয় নিয়ে ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে গিয়েছিলাম, তাঁর কাছ থেকে আমরা জানতে পারি যে কল্পনা মাইতি একক পরিবারে থাকেন, তিনি 8 পাস, তাঁর পরিবারের প্রধান কর্তা তাঁর স্বামী মানসকুমার মাইতি, তাঁদের জাতি মাহিষ্য, কল্পনা মাইতির বাড়ি পাকা তাঁর স্বামীর বার্ষিক আয় 240.000৳, কল্পনা মাইতি 1956 সালে বিয়ে করেছেন, বিয়ের সময় স্বামী শিক্ষক ছিলেন, তাঁর বয়স 15 এবং স্বামীর বয়স 27 ছিল। তিনি পণপ্রথা সম্পর্কে জানতেন, তাঁর বিয়ের সময় পণ দিতে হয়েছিল টাকা ও গয়না। কল্পনা মাইতির সঙ্গে তাঁর স্বামীর সম্পর্ক ভালো। কল্পনা মাইতি বলেছিলেন পণপ্রথার জন্য পরিবারের লোকেরা দায়ী। তিনি বর্তমান সমাজে দাঁড়িয়ে পণপ্রথাকে সমর্থন করেন না, তিনি মনে করেন পণপ্রথা পরিবারের আর্থিক সংকট মোচন করে। তিনি এছাড়া বলেছিলেন যে শ্বশুরবাড়িতে পণ দিলে মেয়ে বেশি মর্যাদা পান না অনেক ক্ষেত্রে পণ দিতে না পারার কারণে বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়। তিনি বলেন যে আমার মেয়ে সন্তানকে বিয়ে দিলে তাঁরা পণ চাইলে যেমন

সমর্থন দিতে হবে, বিয়ে দিলে 25 বছর বয়সে হবে। তিনি আরও বলেছিলেন যেমন — জনমত গঠনের মাধ্যমে পণপ্রথা দূর করা যাবে, তাঁর মতে পণপ্রথা একটি ঘৃণামুক্ত অভিশাপ, তিনি পণ দেওয়া নেওয়ার বিপক্ষে। পণপ্রথা কখনোই মেয়েদের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। এছাড়া বলেন যে সরকারকে পণপ্রথার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। এই পণপ্রথার প্রভাবে অনেক অত্যাচার, নির্যাতন, বধূ হত্যা, অন্যান্য হত্যাদি হয়ে থাকে, তিনি বলেছেন যে সমাজের সবাইকে বোঝাতে হবে এই পণপ্রথা দূর করা যাবে।

(ii) নাম = বন্দনা জানা
বয়স = 45
লিঙ্গ = মহিলা (F)
শিক্ষাগত যোগ্যতা = 8 পাস
জাতি = জেনারেল
ধর্ম = হিন্দু
পেশা = দিনমজুর
বার্ষিক আয় = 84,000/,

পূর্বমেদিনীপুর জেলার মুরাদপুর গ্রামে বন্দনা জানা নামে এক মহিলার বাড়িতে পণপ্রথার বিষয় নিয়ে ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে গিয়েছিলাম, তাঁর কাছ থেকে জানতে পারি যে তাঁদের পরিবারের ধরন যৌথ, ওই পরিবারের প্রধান কর্তা পরিতোষ জানা, পরিবারের বার্ষিক আয় 84,000/, বন্দনা জানা শিক্ষাগত যোগ্যতা 8 পাস, তাঁর স্বামী দিনমজুরের কাজ করতে। বন্দনা জানা 1995 সালে বিয়ে করেছেন তখন তাঁর বয়স 17 আর স্বামীর বয়স 24। তিনি পণপ্রথা সম্পর্কে অবগত, তাঁর বিয়েতে পণ দিতে হয়েছিল যেমন- গয়না, টাকা, জিনিসপত্র দিতে হয়েছিল, তার স্বামীর সাথে সম্পর্ক ভালো ছিল। বন্দনা জানার মতে পণপ্রথার জন্য দায়ী সমাজ, বর্তমান যুগে সমাজে দাঁড়িয়ে তিনি পণপ্রথাকে সমর্থন করেন না, তাঁর মনে হয় পণপ্রথা কোনো

পরিবারের আর্থিক সংকট যোগ করেননা। তাঁর মতে মেয়েরা শ্বশুরবাড়িতে বেশি মর্যাদার অধিকারী হয়। তিনি বলেন যে মেয়ে সন্তান হলে তাঁর বিয়ের সময় যদি পণ চায় তাহলে যতটা পারবে ততটা দেবে। মেয়ের বিয়ে দিলে 25 বছর বয়সে দেবেন। তিনি সচেতনতার মাধ্যমে সমাজে পণপ্রথা দূর করা যাবে বলে মনে করেন। তার মতে পণপ্রথা একটি মনুষ্যসৃষ্ট অভিশাপ। তিনি মনে করেন অশিক্ষা, দারিদ্রতা, অতিরিক্ত জনসংখ্যা পণপ্রথার একমাত্র কারণ। তিনি পণ দেওয়া ও নেওয়ার বিপক্ষে। তিনি এটাও মনে করেন যে বেশি বেশি পণপ্রথার জন্য মেয়ের জন্ম দিতে চায় না। পণপ্রথা মেয়েদের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাঁর মতে, সরকারকে পণপ্রথার বিরুদ্ধে আইন ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বলে মনে করেন। এই পণপ্রথার প্রভাবে বধূ নির্যাতন ও হচ্ছে। কমলা জানার মতে, পণপ্রথা দূর করতে হলে সমাজে মানুষের সাথে সাথে আমাদের সরকারকে পণপ্রথার বিষয়ে কড়া আইনি পদক্ষেপ দিতে হবে।

(iii) নাম = সুষমা দাস
বয়স = 42
লিঙ্গ = মহিলা (F)
জাতি = জেনারেল
শিক্ষাগত যোগ্যতা = 8 পাস
ধর্ম = হিন্দু
পেশা = মিলে কাজ করেন।
বার্ষিক আয় = 48,000/-।

পূর্বমেদিনীপুর জেলার মুরাদপুর গ্রামে আমরা সুষমা দাস নামে এক মহিলার বাড়ি ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে গিয়েছিলাম। সুষমা দাস-এর সাথে কথা বলে আমরা অনেক কিছু জানতে পারি যে তার পরিবারের 4 জন সদস্য তিনি একটা পরিবারে থাকেন, তার পরিবারের প্রধান কর্তা তার স্বামী সুব্রত দাস। তিনি বছরে 48,000/- টাকা আয় করেন। সুষমা দাসের শিক্ষাগত যোগ্যতা 8 পাস,

তিনি 2001 সালে বিয়ে করেন তখন তার বয়স 20। তার স্বামীর বয়স 32। তার স্বামী মিস্ত্রির কাজ করেন। সুষমা দাস পণপ্রথা সম্পর্কে অবগত। তার বিয়ের সময় পণ দিতে হয়েছিল যেমন - গয়না, টাকা, তার স্বামীর সাথে সম্পর্ক ভালো। সুষমা দাস - এর মতে পণপ্রথার জন্য দায়ী সমাজ। বর্তমান সমাজে দাঁড়িয়ে তিনি পণপ্রথাকে সমর্থন করেন না। তার মনে হয় পণপ্রথা কোনো পরিবারের আর্থিক সংকট সৃষ্টি করেন। তিনি মনে করেন পণ দিলে মেয়েরা শ্বশুরবাড়িতে বেশি মর্যাদা অধিকারী সম্মান হয়। অনেকক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সম্পূর্ণ পণ দিতে না পারার কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ বাড়ছে। তার মতে, আমরা মেয়ে সন্তান হলে যদি পণ চাইতো তাহলে দিতাম, বিয়ে দিলে 21 দিতাম। তিনি বলেন শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে সমাজে পণপ্রথা দূর করা যাবে। পণপ্রথা একটি ঘৃণাযুক্ত সামাজিক অভিশাপ তার কাছে। অতিরিক্ত জনসংখ্যা, অশিক্ষা, দারিদ্রতার কারণে পণপ্রথা বাড়ছে, তিনি পণপ্রথার পক্ষে না। সুষমা দাসের মতে পণপ্রথার জন্য বাবা/মায়েরা মেয়ে জন্ম দিতে চায় না, পণপ্রথা কখনোই মেয়েদের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না, সরকারকে পণপ্রথার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। তিনি মনে করেন পণ না দিলে মেয়েদের উপর বিভিন্ন অত্যাচার করা হয় তাই সবাইকে এক জোট হয়ে বোঝাতে হবে।

(iv) নাম = শান্তনু সাঁতরা
বয়স = 38
লিঙ্গ = পুরুষ (M)
জাতি = জেনারেল
শিক্ষাগত যোগ্যতা = 7 পাশ
ধর্ম = হিন্দু
পেশা = চাষবাস / বাড়ির দোকান
বার্ষিক আয় = 84,000/- ।

পূর্বমেদিনীপুর জেলায় মুরাদপুর গ্রামে আমি শান্তনু সাঁতরা নামে এক পুরুষের বাড়িতে ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে গিয়েছিলাম, শান্তনু সাঁতরার কাছ থেকে কিছু জানতে পারি, তিনি একক পরিবারে আছেন মোট সদস্য ৩ জন, তিনি বাড়ির প্রধান কর্তা, তিনি চাষবাস করেন ও বাড়ির ভরণপোষণ ও চালান, তিনি অষ্টম শ্রেণী অবধি পড়াশোনা করেছেন, বিয়ে 2019 সালে করেছেন, তখন তার বয়স 27 ছিল এবং স্ত্রীর বয়স 21, তিনি পণপ্রথা সম্পর্কে অবগত, শান্তনু সাঁতরা তার শ্বশুরবাড়ি থেকে কোনো পণ চাননি। তিনি মনে করেন পণপ্রথার জন্য সাধারণ মানুষ দায়ী, বর্তমান সমাজে দাঁড়িয়ে তিনি পণপ্রথাকে সমর্থন করেন না, তিনি মনে করেন পণ দিলে মেয়েরা শ্বশুরবাড়িতে বেশি মর্যাদার অধিকারী হয় না, তিনি মনে করেন পণ দিতে না পারলে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে না, শান্তনু সাঁতরা বলেন যে আমার মেয়ে সন্তানের বিয়ের সময় যদি কেউ পণ চায় তাহলে সময় বুঝে দেব। বিয়ে দিলে 23 বছর বয়সে দেব, তিনি মনে করেন এই পণপ্রথা নিজ্য-বিস্তারের মাধ্যমে দূর করা যাবে। পণপ্রথাকে তিনি একটি ঘৃণাযুক্ত সামাজিক অভিশাপ হিসেবে দেখে। তিনি মনে করেন অতিরিক্ত জনসংখ্যা, অশিক্ষা, দারিদ্রতা কারণই হলো পণপ্রথা। তিনি পণ দেওয়া ও নেওয়ার পক্ষে না, তিনি এমনও মনে করেন যে পণপ্রথার কারণে বাবা/মায়েরা মেয়ের জন্ম দিতে চায় না। পণপ্রথা মেয়েদের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না, তিনি বলেছেন যে, সরকারকে পণপ্রথার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে, এই পণপ্রথা কারণে বধূ নির্যাতিত হয়ে থাকে, তাই তিনি বলেছেন সমাজকে সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হলে এই পণপ্রথা দূর করার পরামর্শ হতে পারে।

(v) নাম = জ্যোৎস্না রানা
বয়স = 40
লিঙ্গ = মহিলা (F)
ধর্ম = হিন্দু
জাতি = জেনারেল
শিক্ষাগত যোগ্যতা = 11 পাস
পেশা = Housewife.
বার্ষিক আয় = 60,000/-.

পূর্বমেদিনীপুর জেলার মুরাদপুর গ্রামে আমি জ্যোৎস্না রানার বাড়িতে ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে গিয়েছিলাম। জ্যোৎস্না রানার কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু জানতে পারি। তিনি যৌথ পরিবারের থাকেন, মোট সদস্য 13 জন; তিনি গৃহবধূ ছিলেন। জ্যোৎস্না রানার পরিবারের প্রধান কর্তা তার শ্বাশুড়ি মিনতি রানা, তিনি বছরে 60,000/- পেতেন। জ্যোৎস্না রানা 2001 সালে বিয়ে করেছিলেন তখন তার বয়স 18 এবং তার স্বামীর বয়স 24 ছিল। জ্যোৎস্না রানাকে পণপ্রথা সম্পর্কে জানেন কিনা জিজ্ঞেস করলাম তিনি হ্যাঁ বলেন। তিনি আরও বলেছিলেন যে তার বিয়ের সময় পণ দিতে হয়েছিল যেমন- টাকা, গয়না, জিনিসপত্র, ইত্যাদি পণ দিয়েছিল। তার স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক ভালো। বিয়ের পর পণের জন্য কোনো অত্যাচার হয়নি। জ্যোৎস্না রানার মতে পণপ্রথার জন্য দায়ী সমাজ। বর্তমান সমাজে দাঁড়িয়ে তিনি পণপ্রথাকে সমর্থন করেন না। তিনি মনে করেন পণপ্রথা কোনো পরিবারের আর্থিক সংকট মোচন করে না। তিনি মনে করেন পণ দিলে মেয়েরা শ্বশুরবাড়িতে বেশি মর্যাদার অধিকারী হয়। অনেকক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সম্পূর্ণ পণ দিতে না পারার কারণে বিবাহ বন্ধ হচ্ছে। তিনি বলেছিলেন যে আমরা মেয়ের বিয়ের সময় যদি পণ হত তাহলে তিনি দিতেন, ছেলের বিয়ে দিলে 24 বছর বয়সে দেবেন। জ্যোৎস্না রানা বলেন যে সমাজে শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে পণপ্রথা দূর করা যাবে। তিনি পণপ্রথা একটি ধ্বংসাত্মক সামাজিক অভিশাপ হিসেবে দেখেন।

অতিরিক্ত জনসংখ্যা, অশিক্ষা, দারিদ্রতাই হল পণপ্রথার প্রধান কারণ। তিনি পণপ্রথার বিপক্ষে ছিলেন। তিনি মনে করেন পণপ্রথার জন্য বাবা/মায়েরা মেয়ের জন্ম দিতে চায় না। পণপ্রথা থাকলেই মেয়েদের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না, তিনি বলেছেন যে সরকারকে এই পণপ্রথার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে এই পণপ্রথার কারণে বধূ নির্যাতন হচ্ছে। হোওয়া রানা বলেছেন যে, সমাজে শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে, মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে হবে তবেই পণপ্রথা দূর করা যাবে।

(vi) নাম = সুমিতা মণ্ডল দাস
বয়স = 25
লিঙ্গ = মহিলা (F)
জাতি = জেনারেল
ধর্ম = হিন্দু
শিক্ষাগত যোগ্যতা = H.S
পেশা = রাজমিস্ত্রি
বার্ষিক আয় = 60,000/-

পূর্বমেদিনীপুর জেলার মুরাদপুর গ্রামে সুমিতা মণ্ডল দাস নামে এক মহিলার বাড়িতে ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে গিয়েছিলাম। সুমিতা মণ্ডল দাস-এর সাথে কথা বলে আমরা জানতে পারি যে— তিনি যৌথ পরিবারে থাকেন মোট সদস্য 10 জন। বাড়ির প্রধান কর্তা তার স্বামী কিশোর দাস তিনি রাজমিস্ত্রির কাজ করেন, বছরে আয় করে 60,000/-। সুমিতা মণ্ডল দাস H.S দাস তিনি 2019 সালে বিয়ে করেন তখন তার বয়স 21 ও স্বামীর বয়স 25। সুমিতা মণ্ডল দাস পণপ্রথা সম্পর্কে অবগত, তার বিয়ের সময় কোনো না দিতে হয়নি। স্বামীর সাথে সম্পর্ক ভালো। পণ নিয়ে কোনো সমস্যা হয়নি। তার মতে পণপ্রথার জন্য দায়ী সমাজের লোকেরা। বর্তমান সমাজে দাঁড়িয়ে তিনি পণপ্রথাকে সমর্থন করেন না, তিনি মনে করেন

পণপ্রথা কোনো পরিবারের আর্থিক অবস্থা মোচন করে না। পণ দিলে মেয়েরা শ্বশুরবাড়িতে বেশি মর্যাদার অধিকারী হয় না। অনেক ক্ষেত্রে জমা মাত্র সম্পূর্ণ পণ দিতে না পারার কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটছে। সুমিতা মণ্ডল দাস বলেছেন তার মেয়ের বিয়ের সময় পণ যদি চাইত তাহলে দিতে হবে। তিনি মেয়ের বিয়ে দিলে 21 বছর বয়সে দেবেন। সুমিতা মণ্ডল দাস বলেছেন যৌতুক বিহীন বিবাহের মাধ্যমে সমাজের পণপ্রথা দূর করা যাবে। তার মতে পণপ্রথা একটি ঘৃণাযুক্ত সামাজিক অভিশাপ। তিনি মনে করেন অতিরিক্ত জনসংখ্যা, অশিক্ষা, দারিদ্রতা হলো পণপ্রথার একমাত্র কারণ। তিনি পণ দেওয়া ও নেওয়ার পক্ষে না। তিনি মনে করেন পণপ্রথার জন্য বাবা/মায়েরা মেয়ের জন্ম দিতে চায় না। পণপ্রথা মেয়েদের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। সুমিতা মণ্ডল দাস বলেন যে, পণপ্রথার বিরুদ্ধে সরকারের আইনি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত এবং পণপ্রথার কারণে বধূ নির্যাতন হচ্ছে। তিনি পণপ্রথা দূর করার পরামর্শ দিয়েছেন যে সবাইকে একসাথে বসে আলোচনা করা উচিত।

— o —

: চতুর্থ অধ্যায় :

: আলোচনা ও উপসংহার :

এই অধ্যায়টি পুরো গবেষণালব্ধ পদ্ধতির আলোচনা ও উপসংহারের মাধ্যমে শেষ করতে চলেছি। এই গবেষণামূলক প্রবন্ধটি চারটি অধ্যায়ে সমাপ্ত করা হয়েছে। অধ্যায়গুলি হল —

(i) প্রথম অধ্যায়ে ভূমিকা রয়েছে।
(ii) দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ।
(iii) তৃতীয় অধ্যায়ে কেসস্টাডি, ও
(iv) চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনা ও উপসংহার।

প্রত্যেকটি অধ্যায়ের মূল বক্তব্যটিকে আলোচনার মাধ্যমে নিম্নে আলোচনা করলাম।

● আমি একজন গবেষণাকারী হিসাবে প্রথম অধ্যায় অর্থাৎ ভূমিকাটির আলোচনা আলোচনা করলাম, আমরা সমাজতত্ত্ব বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী। আমাদেরকে হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয় থেকে মুরাদপুর গ্রামে উপর গবেষণা গবেষণা করতে হয়েছিল। পণপ্রথা যে একটি সামাজিক সমস্যা, তা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। প্রথম অধ্যায় থেকে আমরা পণপ্রথার সংজ্ঞা, প্রকারভেদ, পণপ্রথার ইতিহাস ও তার বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছি। এছাড়াও গবেষণার উদ্দেশ্য, গবেষণালব্ধ পদ্ধতি ও গবেষণার অসুবিধা ইত্যাদি বিষয় গুলিকে আমরা তুলে ধরেছি। এই পণপ্রথার ফলে মানুষকে কী কী সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং গবেষণাটি করতে গিয়ে আমরা কী কী অসুবিধায় পড়েছি তা আমরা প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

● দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা এই গবেষণাটির ওপর একটি ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে গিয়েছিলাম। সেখানে আমরা একটি প্রশ্নপত্র তৈরী করেছিলাম। সেই প্রশ্নপত্রে মোট 43 টি প্রশ্ন ছিল। গবেষণামূলক প্রশ্নগুলো উত্তরদাতাকে প্রশ্ন করার সময় আমরা যে উত্তরগুলো পাই সেগুলো আমরা 11 টি সারণীতে বিশ্লেষণ করেছি। এই সারণীগুলির মাধ্যমে আমরা কিছু তথ্য পেশ করেছি। সেই তথ্য গুলি হল — উত্তরদাতার সংখ্যা ও জনসংখ্যা, উত্তরদাতার বয়স, উত্তর দাতার জাতি, উত্তরদাতার পরিবার, উত্তরদাতার পেশা, উত্তরদাতার উপার্জন, বাড়ীর ধরণ, পরিবারের ধরণ, উত্তরদাতার শিক্ষা, যৌতুকের উপকরণ, বিবাহের বয়স। আমরা এই সারণীর মাধ্যমে টেবিল তৈরী করেছি এবং টেবিলগুলি সূত্রে ও ক্ষেত্রে সমীক্ষার মাধ্যমে বিশ্লেষণ করেছি।

● তৃতীয় অধ্যায়ে আমি সুরাদপুর গ্রামের উত্তরদাতাদের কাছে থেকে পাওয়া উত্তরগুলো সংগ্রহ করেছি এবং তাদের সবার জীবন স্মৃতি নিয়ে আলোচনা করেছি। আমি মোট 6 টি পরিবারের জীবনস্মৃতি এখানে তুলে ধরেছি। 11ই ফেব্রুয়ারি থেকে 14ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আমি উত্তরদাতাদের জীবন সম্পর্কে যা জেনেছি সেগুলি বিশ্লেষণ করেছি, আরো আমরা কেসস্টাডি গবেষণা বলা হয়। একটি জীবন স্মৃতির সাথে অন্য জীবন স্মৃতির কোনো মিল নেই কারণ সবার জীবনস্মৃতি সমান নয়।

উপসংহারে যে সকল বিষয়গুলোর ওপর আমরা আলোক-পাত করেছি তার অন্যতম হল যে পণপ্রথার কারণ ও ফলাফল। অনুসন্ধান করে যে সকল তথ্যগুলো পেয়েছি সেগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল।

আমাদের সমাজে অনেক বাবা-মাই এখন কন্যার বিয়েতে পাত্রের যৌতুক দাবি মিটাতে বাধ্য হচ্ছেন। অথবা যৌতুক প্রথায় অধিকার বদ্ধ হচ্ছেন। কখনো সে অধিকার পূরণে ব্যর্থ করতে পারছেন, কখনো বা আর্থিক সামর্থ্যের-

অভাবে যে ব্যর্থ হচ্ছেন। পুরুষ ও মহিলাদের প্রতি এই সমাজের বৈষম্যমূলক আচরণ যৌতুক প্রথার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল —

আমাদের সমাজে শিক্ষিত ও চাকরিজীবী কন্যার পিতা মাতার কাছে অতি কম ক্ষেত্রেই কোন পাত্র বা পাত্রের বাবা-মা যৌতুকের দাবি করেছে। পক্ষান্তরে, অশিক্ষিত ও চাকরিজীবী নয় এমন পাত্রীর বাবা-মাকেই বেশি ভাগ ক্ষেত্রে যৌতুকের দাবি মিটাতে হয়।

নারী ও পুরুষের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ যৌতুক প্রথার আরো একটি অন্যতম কারণ। যেমন- পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে পাত্রীর বংশ শিক্ষা, পাত্রীর বাবা-মার আর্থিক অবস্থার পাশাপাশি পাত্রীর গায়ের রং, চেহারা ও দৈহিক গুণের চুল বিচার করা হয়।

পুরুষ ও মহিলাদের প্রতি এরূপ বৈষম্য-মূলক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে কন্যার পিতা-মাতা নিজেদেরকে কন্যা দায়গ্রস্ত মনে করেন এবং কন্যাকে যৌতুক সহ পাত্রস্থ করতে পারলেও যেন স্বস্তি পান। অনেকেই যৌতুকের দাবি মিটাতে তাদের আর্থিক সামর্থ্য রাখেন না।

আমরা প্রায়ই শুনি 'কন্যা দায়গ্রস্ত' পিতা-মাতার কথা, অথচ 'পুত্রদায়গ্রস্ত' শব্দের কথা শোনাই যায় না। কন্যা সন্তানকে বয়স প্রাপ্তির পর যথা সময়ের মধ্যে সুপাত্রস্থ করা হোক, কন্যার বাবা-মার কাছে এটাই হলো সমাজের সুস্পষ্ট তবে নীরব দাবি।

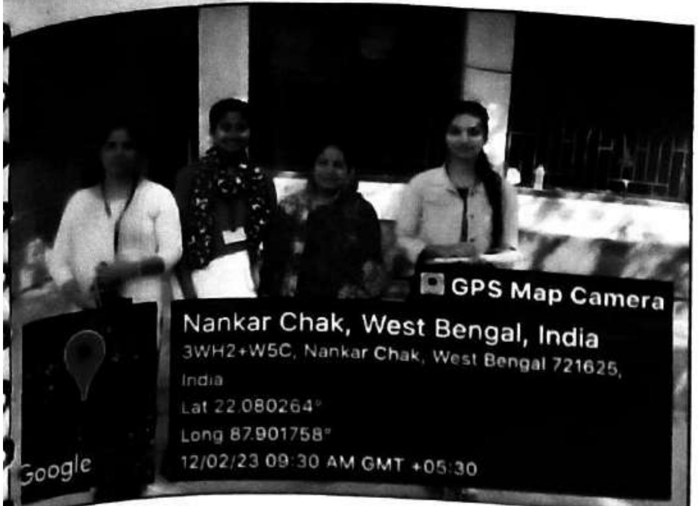
GPS Map Camera
Nankar Chak, West Bengal, India
3WH2+W5C, Nankar Chak, West Bengal 721625, India
Lat 22.080264°
Long 87.901758°
12/02/23 09:30 AM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Dibakarpur, West Bengal, India
Google

GPS Map Camera
Dibakarpur, West Bengal, India
Google

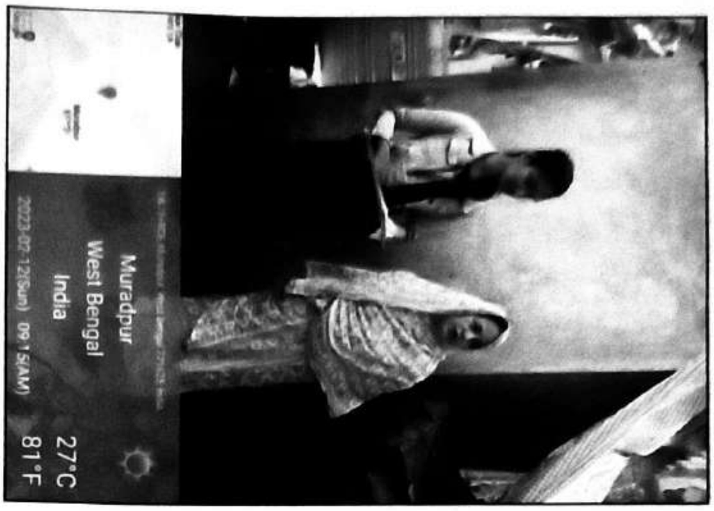
Muradpur
West Bengal
India
2023-02-12(Sun) 09:15AM
27°C
81°F

GPS Map Camera
Nankar Chak, West Bengal, India
Google

: সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি :
(Reference Book)

1) আহুজা. এম. ১৯৯৮ : 'ইন্ডিয়াজ'; নিউ এজ, নিউ দিল্লি।

2) আহুজা. আর. ১৯৯৮ : "সোসিওলোজিক্যাল ক্রাইমিনোলজি", নিউ এজ, নিউ দিল্লি।

3) আহুজা. রাম. ১৯৯৭ : "সোশ্যাল প্রবলেম ইন ইন্ডিয়া" রাওত পাবলিকেশন, জয়পুর।

4) চট্টোপাধ্যায়. কে. ১৯০০ : "থিওরি এন্ড এ সোশ্যাল প্রবলেম" কলকাতা।

5) চক্রবর্তী. এ. কে. ১৯৭৩ : "সাবজেক্ট অফ সোসিওলজি" কলকাতা, পাবলিকেশন।

6) হরআওয়ার, এইচ. টি. ১৯০৫ : "মোরালস ইন এডুকেশন" হরআওয়ার পাবলিকেশন, দিল্লী।

7) নিউবর. জে. কে. ১৯৯৫ : "সোসিওলোজিক্যাল ইন্টারপ্রিটেশন" দিল্লি পাবলিকেশন, নিউ দিল্লি।

8) নিউবর. জে. কে. ১৯৭৫ : "দা মেটেরিয়াল কালচারাল এন্ড সোশ্যাল ইনস্টিটিউশন অফ দা পিপল" দাস পাবলিকেশন, কলকাতা।

9) নিউবর. এইচ. এস. ১৯০০ : "সেলফোর ইন্ড এ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিস্টেম," দাস পাবলিকেশন, কলকাতা।

10) ডাবলু ডাবলু ইন ইন্ডিয়া ওয়েবসাইট (ওয়েবসাইটের নাম)

হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয়
সমাজবিদ্যা বিভাগ
প্রশ্নতালিকা (Schedule)
বিষয় : পণপ্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি
(Dowry as a Social Problem)

১) নাম :

২) বয়স :

৩) জাতি :

৪) ধর্ম :

৫) শিক্ষাগত যোগ্যতা :

৬) পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা :

৭) পরিবারের প্রধান/ কর্তা :

৮) পরিবারের বার্ষিক আয় :

৯) বাড়ি : ১) কাঁচা ☐
২) পাকা ☐

১০) পেশা :

১১) পরিবারের ধরন :
১) যৌথ ☐
২) একক ☐

১২) আপনার কত সালে বিয়ে হয়েছে ?

১৩) আপনার কত বছর বয়সে বিয়ে হয়েছে ?

১৪) আপনার স্বামী/ স্ত্রীর বিয়ের সময় কত বছর বয়স হয়েছিল ?

১৫) পণপ্রথা সম্পর্কে আপনি কি অবগত :

১) হ্যাঁ ☐

২) না ☐

১৬) আপনার বিয়েতে কি পণ দিতে হয়েছিল ?যদি হয় তাহলে কি কি ?

১৭) আপনার বাবার বাড়ির লোকেরা কি ভাবে পণ দিয়েছিল ?

১) নগত টাকা ☐

২) জিনিসপত্র ☐

১৮) আপনার সঙ্গে আপনার স্বামীর সম্পর্ক কি রকম?

১৯) বিয়ের পর পণের জন্য আপনার ওপর কোনো অত্যাচার হয়েছিল?

১) হ্যাঁ ☐

২) না ☐

২০) পণের জন্য আপনার বাবার বাড়িতে কোনো সমস্যা হয়েছিল ?
যদি হয়ে থাকে তবে কি রকম সমস্যা হয়েছিল?

২১) পরিবারের মধ্যে আপনি যে অত্যাচারিত হচ্ছেন তার ধরনবলী কীরকম ?

১) শারীরিক ☐

২) মানসিক ☐

৩) উভয়ই ☐

২২) যদি আপনার ওপর অত্যাচার হয়ে থাকে তাহলে কারা করেছিল?

২৩) যদি আপনার ওপর অত্যাচার হয়ে থাকে, তার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ স্বরূপ কোনো পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছিল ? যদি হয়ে থাকে তাহলে কি রকম ?

২৪) পণের জন্য এখনো কি আপনাকে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় ?

১) হ্যাঁ ☐

২) না ☐

২৫) আপনার মতে পণপ্রথার জন্য কারা দায়ী ?

২৬) বর্তমান সমাজে দাঁড়িয়ে আপনি কি পণপ্রথাকে সমর্থন করেন ?

১) হ্যাঁ ☐

২) না ☐

২৭) আপনার কি মনে হয় পণপ্রথা কোনো পরিবারের আর্থিক সংকট মোচন করে ?

১) হ্যাঁ ☐

২) না ☐

২৮) পণ দিলে কি মেয়েরা শ্বশুরবাড়িতে বেশি মর্যাদার অধিকারী হয়?

১) হ্যাঁ ☐

২) না ☐

২৯) অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সম্পুর্ন পণ দিতে না পারার কারনে বিবাহ বিচ্ছেদ কি বাড়ছে?

১) হ্যাঁ ☐

২) না ☐

৩০) আপনার মেয়ে সন্তান হলে আপনি কি পণ দেবেন ?

৩১) আপনার মেয়ের বিয়ে কত বছর বয়সে দেবেন ?

৩২) আপনার মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার সময় আপনি কি সতর্কতা অবলম্বন করবেন?

১) হ্যাঁ ☐

২) না ☐

৩৩) কি ভাবে সমাজে পণপ্রথা দূর করা যাবে ?

ক) শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে ☐

খ) জনমত গঠনের মাধ্যমে ☐

গ) যৌতুক বিহীন বিবাহের মাধ্যমে ☐

ঘ) সচেতনতার মাধ্যমে ☐

৩৪) আপনার মতে পণপ্রথা কি একটি ঘৃণাযুক্ত সামাজিক অভিষাপ ?

১) হ্যাঁ ☐

২) না ☐

৩৫) পণপ্রথা কি একটি জলন্ত বিষয় ?

১) হ্যাঁ ☐

২) না ☐

৩৬) আপনি কি মনে করেন অতিরিক্ত জনসংখ্যা, অশিক্ষা, দারিদ্রতা পণপ্রথার একমাত্র কারন ?

১) হ্যাঁ ☐

২) না ☐

৩৭) আপনি কি পণ দেওয়া ও নেওয়ার পক্ষে ?

১) হ্যাঁ ☐

২) না ☐

৩৮) আপনি কি মনে করেন পণপ্রথার জন্য বাবা /মায়েরা মেয়ের জন্ম দিতে চায় না?

১) হ্যাঁ ☐

২) না ☐

৩৯) পণপ্রথা কি মেয়েদের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় ?

১) হ্যাঁ ☐

২) না ☐

৪০) সরকারের কি পণপ্রথার বিরুদ্ধে আইনি ব্যাবস্থা নেওয়া উচিত ?

১) হ্যাঁ ☐

২) না ☐

৪১) আপনি বিয়ের সময় 'পণ নয়' বিষয়টিকে তরান্বিত করতে চান ?

১) হ্যাঁ ☐

২) না ☐

৪২) পণপ্রথার প্রভাব গুলি কি কি ?

ক) বধূ নির্যাতন ☐

খ) বধূ হত্যা ☐

গ) অন্যান্য ☐

৪৩) পণপ্রথা কিভাবে দূর করা যাবে এই বিষয় আপনার পরামর্শ কি হতে পারে?

Priti Mitra

সমীক্ষকের স্বাক্ষর